আধুনিক বাংলা কবিতা: রূপে রূপান্তরে

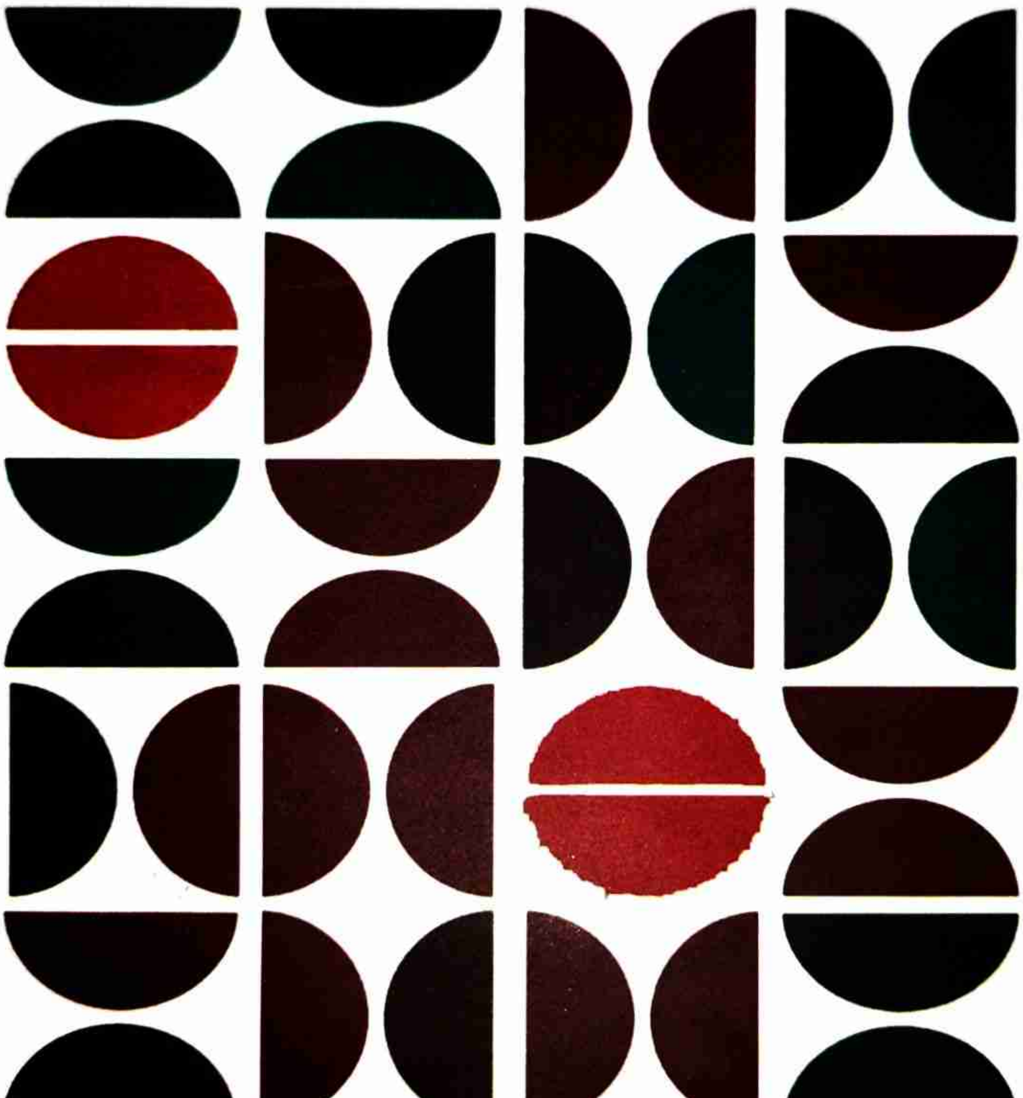

সম্পাদনা

ড. লিপিকা পণ্ডা

খোকন সিং

আধুনিক বাংলা কবিতা:

রূপে রূপান্তরে

সম্পাদনা

ড. লিপিকা পণ্ডা

খোকন সিং

কবিতিকা

KabitikA

Title : Adhunik Bangla Kabita: Rupe Rupantare

(A Collection of Bengali Essays)

Editors Name : Dr. Lipika Panda & Khokan Sing

Published by Kamalesh Nanda on behalf of KABITIKA

Publisher's Address : Kharagpur, Midnapore, West Bengal

e-mail : kabitika10@gmail.com Mob : 98321 30048

web : www.kabitika.in

Printer's Details : Kabitika, Rajdanga Main Road, Kolkata- 700107

Edition Details : I

Cover Design : Kamalesh Nanda

Copyright © Ramnagar College

Publication Date : 25.03.2024

ISBN :978-81-19564-59-0

Price : Rs. 350.00

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ

এই বইয়ের কোন অংশ লেখক বা স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ছাড়া কোনো যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে বা কোনো ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। অন্য কোনো ভাষায় অনুবাদ করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘনে উপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সূচি

বাংলা কবিতায় আধুনিকতা-রবীন্দ্রনাথ ও তারপর
ড. ভুটানচন্দ্র ঘোষ ১৩

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কবিতা : দীর্ঘ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার রক্তাক্ত ইতিহাস
মো. সাহাবউদ্দিন ১৮

কবিতা সিংহের কবিতায় ব্যক্তি মানুষ
ড. মৃদুলা কুণ্ডু ২৭

কবি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর আধুনিকতা
লিপিকা পণ্ডা ৩৩

'সংগতি' কবিতায় অমিয় চক্রবর্তীর সংগতি-ভাবনা ও জীবনদর্শন
খোকন সিং ৪৮

অনাঘ্রাত কবিতার স্বাদ : পাঁচজন কবির কবিতার রূপবৈচিত্র্য
গৌতম প্রামাণিক ৫৯

আধুনিকতা ও জীবনানন্দের জলস্তম্ভ
সুতনু কুমার মহাপাত্র ৬৯

অর্থনৈতিক প্রভাব ও বাংলা আধুনিক কবিতার রূপ-রূপান্তর
দেবদুলাল পাহাড়ী ৭৬

আধুনিক বাংলা কবিতায় ইতিহাসের প্রেক্ষিত
প্রদীপ কুমার জানা ৮৩

নকশাল আন্দোলন : প্রতিবাদী ভাবনায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একগুচ্ছ কবিতা
তৃণা মাইতি ৯৩

আধুনিক শঙ্খধ্বনি
শিপ্রা মণ্ডল ১০৭

মাটির মুলুকে কবি-কিষান : প্রতিবাদী ভবতোষ
ড. রাকেশ জানা ১১৭

জীবনানন্দের কাব্যে ঋতুর প্রকাশ বৈচিত্র্য
অভি কোলে ১৩১

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'দশমী' : পরিবর্তমান সময়ের অভিজ্ঞান
শুভাশিস আচার্য ১৪০

রণজিৎ দাশ-এর কবিতা : মননশীল আয়োজন
অন্তরা ব্যানার্জি ১৪৭

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী-র কবিতা: জিজ্ঞাসার ব্যাপ্ত পরিসর
শুভম চক্রবর্তী ১৫৫

আধুনিক বাংলা কবিতা : রূপে রূপান্তরের আদর্শে বিষ্ণু দে এবং তাঁর শিল্পচেতনা
প্রেমাঙ্কুর মিশ্র ১৬৪

আবোলতাবোল ছড়া রচনায় কবি শামসুর রাহমান
মহম্মদ ওমর ১৭২

সৈয়দ শামসুল হক ও তাঁর আধুনিক কবিতা
আসমাত নাদাপ ১৮২

রবীন্দ্র-বিরোধী কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতায় ভাব ও ভাবনার বিবর্তন
মোহনকুমার জানা ১৮৭

লেখক পরিচিতি ১৯২

জীবনানন্দের কাব্যে ঋতুর প্রকাশ বৈচিত্র্য

অভি কোলে

রবীন্দ্রোত্তর পর্বের কবিগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি হলেন জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)। বিপন্ন বিস্ময়ে হতবাক এই কবি দেখেছেন পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখকে। জীবনের মুগ্ধতায় তিনি যতখানি আপ্লুত, ততখানি সন্দিগ্ধ অনিশ্চিত জীবনের গ্লানি দেখে।

বাংলা ষড়ঋতুর দেশ। ছয় ঋতুর আবির্ভাব ও অন্তর্ধান এখানে যেমন স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়— পৃথিবীর কম দেশেই তা সম্ভব। সারা বছর ধরে ছয় ঋতুর যাওয়া আসা ভূ-প্রকৃতিতে ও মানব মনে নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। তাই ঋতুর প্রকাশ ও বৈচিত্র্য সাহিত্যিকদের কাছে চির বিস্ময় ও আকর্ষণের হয়ে উঠেছে। যুগে যুগে শিল্পী সাহিত্যিকেরা ঋতুতে ঋতুতে পালাবদলের বৈচিত্র্য নিয়ে সৃষ্টি করেছেন নানা সাহিত্য। ঋতুমুগ্ধ এক শিল্পী জীবনানন্দ। তিনি কবিতার প্রতি ছত্রে নানা প্রসঙ্গে ঋতুর সমাবেশ ঘটিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, ঋতুতে শুধু প্রকৃতির পরিবর্তন হয় না, এক একটি ঋতু মানুষের মনে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতির সৃষ্টি করে।

প্রাচীন গ্রন্থ 'ঋক্‌বেদ' থেকেই ঋতুর বিশেষ গুরুত্ব লক্ষ্য করা গেছে। পার্থিব জগতেও ঋতুর গুরুত্ব অপরিসীম। ঋতু পৃথিবী থেকে চলে যায়, তা আবার ফিরেও আসে। ঋতুর এই যাওয়া আসা ভূ-প্রকৃতি, জীবজগতে এবং মানব মনে নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। মহাকবি কালিদাস ছয় ঋতুর সৌন্দর্য্য বর্ণনা করেছেন 'ঋতুসংহার' কাব্যে। 'মেঘদূত' কাব্যে কালিদাস বিরহী বর্ষার বিস্ময়কর চিত্র রচনা করেছেন। প্রিয়া-সঙ্গীহীন যক্ষ মেঘকে দূত করে তার প্রিয়ার কাছে প্রেমবার্তা পাঠাতে চেয়েছে। 'চর্যাপদ'-এর সাধনসংগীতগুলিতে ঋতুর ভাবনা তেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। তবু বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এর বিভিন্ন খণ্ডে বিভিন্ন ঋতুর প্রসঙ্গ এসেছে। 'নৌকাখণ্ড' ও 'রাধাবিরহ'তে রাধার কাছে 'বারিষা চারি মাষ' হয়ে ধরা দিয়েছে। রাধার মন আষাঢ়-

শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন— এই চার মাস প্রাণনাথ কৃষ্ণের খোঁজে তৎপর হয়েছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর কবিও বলেছেন—

"ভাদর মাঁসে অহোনিশি অন্ধকারে।
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহল।"[১]

— বিদ্যাপতির লেখাতেও একই ভাবের সঞ্চার ঘটেছে। বিদ্যাপতি বসন্ত ঋতুকে 'ঋতুপতি' বলেছেন। বসন্ত ঋতুতেই রাধা ও কৃষ্ণের মিলন ঘটেছে। মঙ্গলকাব্যের বারোমাস্যা বা ষান্মাসিক বর্ণনার বিচিত্র চিত্রাঙ্কন মঙ্গলকাব্যে প্রায়ই দেখা যায়। এইসব বর্ণনাতে ঋতুচক্রের পালাবদলের সাথে সাথে তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ মিলে মিশে প্রকাশিত হয়েছে। 'ফুল্লরার বারোমাস্যা'তে রয়েছে—

"পাপিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ মাসে প্রচণ্ড তপন।
খরতর পোড়ে অঙ্গ রবির কিরণ।।
পৌষে সকল ভোগ সুখী সর্বজন।
তুলি পাড়ি পিছড়ি শীতের নিবারণ।।"[২]

এছাড়া ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে শিবের পঞ্চতপ বর্ণনায় ঋতুর বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপের কথা প্রকাশ করেছেন। কবি ঈশ্বর গুপ্ত ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অনির্বচনীয়ভাবে ঋতু সম্পর্কিত কবিতাগুলি লিখেছেন। মধুসূদন দত্ত ঋতুর সামান্য আভাস রেখেছেন তাঁর কাব্যগুলিতে। সব মিলিয়ে যুগে যুগে এবং কালে কালে ঋতুর বর্ণনাতেও সাহিত্য হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল।

প্রকৃতিপ্রেমী সমস্ত কবিরা বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে ঋতুর উপস্থিতি অনুভব করেছেন। দেখেছেন, ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির চেহারার বদল, তৈরি হয়েছে মানব মনে আলাদা মেজাজ। কবি জীবনানন্দ ষড়ঋতুর বৈচিত্র্যকে কবিতায় তুলে ধরেছেন। জীবনানন্দের কবিতায় পাখিগুলির যাত্রা শুরু হয়েছে শীত ঋতুতে এবং পাখিগুলি ক্রমশ অগ্রসর হয়ে উপস্থিত হয়েছে বসন্তের রাতে। হাজার হাজার বছর ধরে, কত ঋতু অতিক্রম করে কবি পথ হেঁটেছেন প্রিয়ার সন্ধানে। আমরা আলোচনার সুবিধার্থে জীবনানন্দের কাব্যগুলিকে দুই পর্বে ভাগ করে তাঁর ঋতু ভাবনার ভিন্ন ভিন্ন দিক আলোচনা করবো।

প্রথম পর্ব : 'ঝরাপালক', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বনলতা সেন', 'রূপসী বাংলা'।

দ্বিতীয় পর্ব : 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির', 'বেলা-অবেলা-কালবেলা'।

ঋতুর প্রকাশ ও বৈচিত্র্যে জীবনানন্দের কাব্যের দুই পর্ব ভিন্ন রূপে রূপায়িত।

প্রথম পর্বে প্রকৃতিতে ঋতুর সাজবদল এবং দ্বিতীয় পর্বে যুগসংকটের প্রেক্ষিতে মানব মনের অন্তর্বিকাশ লক্ষ্য করা যায়।

জীবনানন্দের প্রথম কাব্যসংকলন 'ঝরাপালক'-এ ঋতুর প্রতি গভীর অনুরাগ ব্যক্ত হয়েছে। বর্ষা ঋতুতে তৈরি হয়েছে জমজমাট প্রাকৃতিক পরিবেশ। তাঁর 'সিন্ধু' কবিতায় রয়েছে বিভিন্ন ঋতুর নানা দৃশ্যপটের ছবি। 'নাবিক', 'সিন্ধু', 'দেশবন্ধু', 'ডাহুকী'—এসব কবিতায় গ্রীষ্মের তপ্ত পরিবেশের বর্ণনা রয়েছে। বিপ্লবী শক্তির অফুরন্ত উচ্ছ্বাসকে তুলনা করেছেন অশান্ত কালবৈশাখীর দুর্দম শক্তির সঙ্গে। 'বেদিয়া' কবিতায় জীবনানন্দ শরৎ ঋতুকে সাজিয়েছেন রূপবতী রানীর মতো। রূপবতী শরৎ প্রকৃতিকে ভালোবেসে বেদিয়া বলেছে—

"তার চেয়ে ভালো অনল উষার কনক-রোদের সিঁথি।
তার চেয়ে ভালো আলো-ঝলমল শীতল শিশির-বীথি।।"[৩]

'একদিন খুঁজেছিনু যারে' কবিতায় কবি কত ঋতু মাস ক্ষণ অতিক্রম করে প্রিয়ার সন্ধান করেছেন। 'ঝরাপালক'-এর বেশ কয়েকটি কবিতায় হেমন্ত ঋতুর প্রকাশ লক্ষ করা যায়। হেমন্তের প্রকৃতির নানা দৃশ্যের সঙ্গে প্রেম বিরহী হৃদয়ের অনুভব প্রকাশ করেছেন। 'সেদিন এ ধরণীর' কবিতায় জীবনানন্দ বলেছেন—

"ডেকেছিল ভিজে ঘাস— হেমন্তের হিমমাস, জোনাকির ঝাড়।"[৪]

কবিতা লেখার পথে কবির ঋতু ভাবনা মহাবিশ্বলোকের ইশারা থেকে উৎসারিত সময়চেতনাকে তাঁর সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সঙ্গতিসাধক ও অপরিহার্য সত্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই ঋতুমুগ্ধ কবির দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে—

"শাল তমালের ছায়া।
এনেছে সে নব নব ঋতুরাগ,— পউষ নিশির
মেঘে ফাগুনের ফাগুয়ার মায়া।"[৫]

জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে ঋতুচিত্রণের অভিনবত্ব রয়েছে। এমন কাব্য পেয়েই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'চিত্ররূপময়'। এখানে তিনি যে তুলি ও রং নিয়ে কবিতায় ঋতুর রূপের বাহার এঁকেছেন, সঙ্গে পরিস্ফুট করেছেন মানব মনের রঙকেও। এমন ইন্দ্রিয়ঘন অনুভূতি রয়েছে ইয়েটসের কবিতাতে। জীবনানন্দের 'মৃত্যুর আগে' কবিতায়—

"দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ।"

এর সঙ্গে তুলনীয় কবি ইয়েটসের—

"Yellow the leaves of the rowan above us,
And yellow the wet wild-strawberry leaves."
(The Falling of the Leaves— W.B. Yeats)

'নির্জন স্বাক্ষর' কবিতায় কবির গভীর মৃত্যুভাবনা প্রকাশ পেয়েছে—

"হেমন্তের ঝড়ে আমি ঝরিব যখন—
পথের পাতার মতো তুমিও তখন
আমার বুকের পরে শুয়ে রবে? —অনেক ঘুমের ঘোরে ভরিবে কি মন
... ...
ক্ষয়ে যাবে সেদিন সকল?"[৬]

'মাঠের গল্প' কবিতায় প্রকৃতিচেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঋতুর অনুষঙ্গ। ইয়েটসের 'Under the Moon' কবিতার 'Moons Light'-এর মতো 'মেঠো চাঁদ', 'পেঁচা, 'পঁচিশ বছর পরে' এবং কার্তিক মাঠের চাঁদ'—কবিতাংশগুলিতে তৈরি হয়েছে অতিপ্রাকৃত চেতনা। 'পেঁচা' কবিতায় কবি এঁকেছেন সৌন্দর্যের পাশাপাশি পৃথিবীর মলিন চেহারা। তাই তিনি কার্তিক কিংবা অঘ্রাণের রাতের আকাশে চাঁদ ও তারার ছবির সঙ্গে দেখেন বাঁশপাতা, মরা ঘাস, ধোঁয়াটে, কুয়াশা এবং ঘুমন্ত পৃথিবীর ছবি। 'ক্যাম্পে' কবিতায় বসন্ত ঋতুর সৌন্দর্যের আড়ালে অকালমৃত্যুর নির্মম দৃশ্য দেখেছেন। দখিনা বাতাসে, জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল যখন বসন্ত প্রকৃতি, তখন হরিণীর ডাকে পুরুষ হরিণরা হয়েছে বিভ্রান্ত।

'পাখিরা' কবিতায় বসন্ত ঋতুতে কবি জীবনের আগাধ স্বাদ উপলব্ধি করেছেন। শরীরী আকাঙ্ক্ষা ও হৃদয়ের সুস্থতা নিয়ে কবি সজাগ থেকেছেন বসন্তের রাতে। কবি জানিয়েছেন—

"আজ এই বসন্তের রাতে
ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে
ওই দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর
স্কাইলাইট মাথার উপর
আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর।"[৭]

কবিতায় হেমন্ত ও শীত ঋতুকে পূর্ণতার প্রতীক রূপে কবিতায় তুলে ধরেছেন।

'রূপসী বাংলা'র একাধিক কবিতায় কবি শেষকথা, পুরাণ কথা, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে ঋতুর প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। বাঙালির লোকউৎসবগুলি ঋতুনির্ভর।

বর্ষার পটভূমিতে কবি জীবনানন্দ কালীদহের বিপন্ন মলিন পৌরাণিক কাহিনীকে কবিতায় লিপিবদ্ধ করেছেন। সমকালের যুগ সংকটে অবস্থিত জীবনানন্দ সৌন্দর্যে ভরা রূপসী বাংলাতেও দেখেছেন রক্তঝরা মৃত্যুর হাতছানি। কবি জানেন কালের পরিণতিতে সবুজ সতেজ পাতা হলুদ বাদামী ঝরাপাতায় পরিণত হয়। তবু কবি আশা করেন—

"মৌরীর গন্ধমাখা ঘাসের শরীরে ক্লান্ত দেহটিকে রেখে
আশ্বিনের ক্ষেতঝরা কচি কচি শ্যামা পোকাদের কাছে ডেকে
র'ব আমি।"[৮]

'অঘ্রাণের শীত' গল্পে হেমন্তের জীবন বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন, তখন খুব নীরব ঠান্ডা, ঘন নিবিড় নারকেলের পাতায় চমৎকার শান্তির রাত অপেক্ষা করছে হেমন্ত।

'বনলতা সেন' কাব্যে জীবনানন্দ প্রেমের স্মৃতিচারণ করেছেন। মৃত্যুর ওপারে চলে যাওয়া বনলতা, শঙ্খমালা, শেফালি, অরুণিমা এসব প্রেমময়ী নারীদের কথা বলেছেন। পৌষের জ্যোৎস্নায় হঠাৎ কবির স্মৃতিতে ফিরে এসেছে অরুণিমা সান্যালের মুখ। ফাল্গুন রাতে রূপালী চাঁদের আলোয় হীরের দীপ জ্বালিয়ে কবির কাছে উপস্থিত হয়েছে শেফালিকা বোস। 'কুড়ি বছর পরে' কবিতায় নায়ক বনলতাকে কার্তিকের ধান ক্ষেতে ফিরে পাওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছেন। ফাল্গুনের রাতে কবি হতে চেয়েছেন বনহংস এবং কবিপ্রিয়া হতে চেয়েছেন বনহংসী। 'বিড়াল' কবিতায় জীবনানন্দ হেমন্তের সন্ধ্যাতে পরাবাস্তব পরিবেশ তৈরি করেছেন। 'অন্ধকার' কবিতায় জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে কবি শীতে অন্ধকারে মৃত্যুতে ঢলে পড়তে চেয়েছেন। জীবনের মিথ্যা প্রবঞ্চনায় অভিমানী কবি চান—

"ধানসিঁড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়েছিলাম— পউষের রাতে
কোনো দিন আর জাগব না জেনে
... ...
আমাকে জাগাতে চাও কেন।"[৯]

'মহাপৃথিবী'র কয়েকটি কবিতায় যুগযন্ত্রণার ছবিকে স্পষ্ট করতে ঋতুকে গ্রহণ করেছেন। শীত ঋতুতেই কবি পেয়েছেন মৃত্যুর শীতল স্পর্শ। 'মহাপৃথিবী'র মানুষগুলি নারীহৃদয়, প্রেম, সন্তান কোনোকিছুর প্রতি জৈব আকর্ষণবোধ করেননি। কবি বলেছেন—

"এইসব শীতের রাতে আমার হৃদয়ে মৃত্যু আসে।"[১০]

যুদ্ধ ধ্বংস পৃথিবীতে মানব হৃদয়কে মৃত্যুমুখী হতে দেখেছেন জীবনানন্দ। প্রেম, সফলতার, স্বপ্নের মধ্যেও মরণ কামনা করেছেন—

"বিক্ষত খড়ের বোঝা বুকে নিয়ে— বুকে নিয়ে ঘুম পায় তার

এইখানে ফাল্গুনের ছায়া মাখা ঘাসে শুয়ে আছি,

এমন মরণ ভালো।"[১১]

—জীবনানন্দ মৃত্যুপ্রেমী। ফাল্গুনের রাত জীবনানন্দের কবিতায় মৃত্যু ভাবনার পরিচায়ক হয়ে উঠেছে। 'ফাল্গুনের রাতের আঁধারে' লোকটির মরবার সাধ হয়েছিল 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায়।

'সাতটি তারার তিমির' সংকলনের কবিতাগুলিতে আলো-অন্ধকার দুইয়ের পাশাপাশি অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। যুদ্ধ-সন্ত্রস্ত 'অনন্ত তিমির' এর পাশাপাশি 'অফুরন্ত রৌদ্র' কিংবা সাতটি তারা আলোক পথের দিশারী হয়ে উঠেছে। 'গোধূলি সন্ধির নৃত্য' কবিতায় হেমন্ত ঋতু ভিন্নমাত্রা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। কালের নিয়মে হেমন্ত ঋতু পৃথিবীতে এসেছে। কিন্তু যুদ্ধ আর বাণিজ্যিক অভিসন্ধিতে দেশ-বিদেশের পুরুষেরা ভুলে গেছে হেমন্ত প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি করতে। কবি আক্ষেপ করেছেন—

"সেইখানে উঁচু উঁচু হরিতকী গাছের পিছনে

হেমন্তের বিকেলের সূর্য গোল— রাঙা—

চুপে চুপে ডুবে যায়— জ্যোৎস্নায়।

পিপুলের গাছে বসে পেঁচা শুধু একা

চেয়ে দ্যাখে সোনার বলের মত সূর্য আর

রূপার ডিবের মতো চাঁদের বিখ্যাত মুখ দেখা।"[১২]

— বিচিত্র ভাবনায় রূপায়িত হয়েছে হেমন্ত ঋতু। 'হাঁস' কবিতায় হেমন্ত ঋতু অম্লান সৌন্দর্য্যে মায়াবী ও রহস্যময় হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে অম্বুজ বসু বলেছেন—

"সাতটি তারার তিমিরের 'হাঁস' কবিতায় সকাল দুপুর বিকেল সন্ধ্যার নদীর ছবি আশ্চর্য আলোমাখা হয়ে আছে। ভোরে তার জলপাই পল্লবের মতো স্নিগ্ধ জল, দিনমানে জলের গভীরে শাদা মেঘ, লঘুমেঘের ডুবে যাওয়া, বিকেলে অনেক সময় স্থির থেকে হেমন্তের জল নীল আকাশ বলে প্রতিপন্ন হলো আবার অপরাহ্নে খইয়ের রঙের মতো রোদের ঝিলিক ঝরে পড়লো— সবমিলিয়ে আলোর মায়াই দেখতে হবে।"[১৩]

'সাতটি তারার তিমির' পর্যায়ে পৌঁছে কবি হেমন্ত ঋতুকে পরম বিশ্বাসের স্থল বলে মনে করেছেন।

যুদ্ধক্লান্ত ও ছিন্ন সৌন্দর্যের 'মহাপৃথিবী'র অসংলগ্নতা কাটিয়ে কবি নেমেছেন নব পৃথিবীর সন্ধানে। পৌঁছেছেন 'বেলা-অবেলা-কালবেলা' পর্যায়ে। অন্ধকার সময় ও শীতকে অতিক্রম করেছে পৃথিবীর মানুষ। কবি দেখেছেন এখনও পৃথিবীতে অফুরন্ত প্রাণশক্তি রয়েছে। 'সূর্য নক্ষত্র নারী' এদের প্রেরণাশক্তি আজও অটুট আছে। 'ঋতুর কামচক্রে'র আবর্তনে কবি-হৃদয় অনুভব করেছে পৃথিবীতে যথেষ্ট আলোকস্তম্ভ থাকলেও যুদ্ধের অন্ধকারে 'হেমন্ত রাত ক্রমেই আরো অবোধ ক্লান্ত অধোগামী হয়ে' যেতে পারে। কবির 'হৃদয়কে ঠিক শীত সাহসিক হেমন্তলোক' মনে হয়। পৃথিবীর করুণ কঠিন ইতিহাসের দিনে কবি অনুভব করেছেন, 'হেমন্ত খুব স্থির সপ্রতিভ ব্যাপ্ত'। নিসর্গ প্রকৃতির সঙ্গে ঋতু বৈচিত্র্যের চলমানতায় মানুষ করছে তুচ্ছ চাওয়া-পাওয়ার হিসেব নিকেশ। 'হেমন্ত রাতে', 'ইতিহাস যান' এসব কবিতায় কবি আঁধারের হিমকে অতিক্রম করে আলোকময় ভোরের স্বপ্ন দেখেছেন। অতীতের সুখস্মৃতিচারণ করেছেন তিনি—

> "শক্তি নেই আজ আর পৃথিবীর— তবু এই স্নিগ্ধ—
> — রাত্রি নক্ষত্র ঘাসে;
> কোথাও প্রান্তরে ঘরে অথবা বন্দরে নীলকাশে,
> মানুষ যা চেয়েছিল সেই মহাজিজ্ঞাসার শান্তি দিতে আসে।"[১৪]

জীবনানন্দ তাঁর কাব্য সৃষ্টির সচেতনতা প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "মহাবিশ্বলোকে ইশারার থেকে উৎসারিত সময়চেতনা আমার কাছে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো; কবিতা লেখবার পথে কিছু দূর অগ্রসর হয়েই এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ করেছি।"[১৫]

জীবনানন্দের সত্তা ছিল সর্বাঙ্গীন কবিত্বে সমাচ্ছন্ন। কবিতায় আঁকা হয় ছবি। কারণ শব্দের উচ্চারণ মাত্রেই, জন্মান্ধের কাছে ছাড়া কোনো না কোনো ছবি শ্রোতার মনে জাগবেই। কখনো কখনো সেই বর্ণনা একেবারে রিয়ালিস্ট ছবির মতো। কখনও বাস্তববাদী ছবির মতোই প্রত্যক্ষ সেই কাব্য ছবি। কখনও রহস্যময়তার রূপ।

জীবনানন্দের 'সিন্ধু' কবিতায় রয়েছে অনেকগুলি ঋতুর সমাবেশ। নজরুলের 'সিন্ধু' কবিতায়ও চারটি ঋতুর প্রেক্ষাপট রয়েছে। 'কাঁদে গ্রীষ্ম কাঁদে বর্ষা বসন্ত ও শীত,/নিশিদিন শুনি বন্ধু ' ঐ এক ক্রন্দনের গীত।' (সিন্ধু/সিন্ধু হিন্দোল/১২০ পৃষ্ঠা) দুই

কবিই বিভিন্ন ঋতুর সমাবেশের সঙ্গে সমুদ্রের অশান্ত গর্জন শুনেছেন। 'ঝরাপালক' ও 'রূপসী বাংলা'র কিছু কবিতায় শরৎ ঋতুর বর্ণনা এসেছে। কোথাও রয়েছে আশ্বিনের ক্ষেতঝরা কচি কচি শ্যামাপোকাদের ডাকের ধ্বনি, কোথাও রয়েছে শরতের রোদের বিলাস, আবার কোথাও বা আশ্বিনের জ্যোৎস্নার আবেগ— সব মিলিয়ে 'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুলো অনুপম সৌন্দর্যে উত্তীর্ণ হয়েছে।

হেমন্ত প্রিয় কবি জীবনানন্দ। হেমন্তের বিশেষত কার্তিকের ভোরের কাক হয়ে নবজন্ম লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন তিনি। অনেক কবিতায় হেমন্তের উদাস ও বিষণ্ণ মূর্তি অঙ্কন করেছেন। কবির সবচেয়ে ভালো লাগে হেমন্ত ঋতুকে। সেই ঋতুর আবহে কবি মৃত্যুচেতনাকেও প্রকাশ করেছেন। আবার প্রেমবিবশ মন হেমন্ত ঋতুতেই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। হেমন্তের সন্ধ্যায় কবি দেখেছেন পরাবাস্তব দৃশ্য। ঋতুর কামচক্রের আবর্তনে হেমন্তই খুব স্থির সপ্রতিভভাবে তার মানসিকতাকে ব্যক্ত করতে পারে। কবির মতে, হেমন্ত ঋতুই অভিসারের সঠিক সময়।

বসন্ত ঋতু মিলনের মধুর সময় হলেও, কবি কিছু কিছু কবিতায় বসন্ত ঋতুকে নেতিবাচক ইঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায় অবক্ষয়িত মানব হৃদয়ের মৃত্যুকে গ্রহণ করার চিত্র কবি অঙ্কন করেছেন। ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায় প্রেমে উন্মুক্ত পুরুষ হরিণরা শিকারীর গুলিতে প্রাণ ত্যাগ করেছে।

কবি জীবনানন্দের মনোভূমি সম্পর্কে সবশেষে আমাদের মনে হয়, তাঁর বিষাদ সর্বাত্মক। তবুও মানব অস্তিত্বের কোনো না কোনো বিন্দুতে থেকেই যায় তাঁর অবিচল আশ্রয়।

তথ্যসূত্র

১. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, বড়ুচণ্ডীদাস, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা ৭০০০৭৩, দশম সংকলন: ১৪১১ আশ্বিন সংখ্যা, পৃ. ৪২৪।

২. সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, চণ্ডীমঙ্গল পরিক্রমা, বামা, কলকাতা ৭০০০৭৩, চতুর্থ সংস্করণ: জুলাই ২০০৬, পৃষ্ঠা. ৭৯

৩. জীবনানন্দ দাশ, জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ (দ্বিতীয় খণ্ড), বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা ৭৩, পঞ্চম মুদ্রণ : ভাদ্র ১৩৬৮, পৃ. ১৪৩।

৪. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত, কবিতা সমগ্র জীবনানন্দ দাশ, অবসর প্রকাশনা, ঢাকা ১১০০, তৃতীয় মুদ্রণ: মার্চ সংখ্যা ২০০৫, পৃ. ২০।

৫. তদেব, পৃ. ৪৯।

৬. তদেব, পৃ. ৫৫।

৭. তদেব, পৃ. ১১০।

৮. তদেব, পৃ. ১৩৫।

৯. জীবনানন্দ দাশ : বনলতা সেন, সিগনেট প্রেস, কলকাতা ২০, ২৮ তম সংস্করণ, মাঘ ১৪১০, পৃ. ২৬।

১০. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, কবিতা সমগ্র জীবনানন্দ দাশ, অবসর প্রকাশনা, ঢাকা ১১০০, তৃতীয় মুদ্রণ: মার্চ সংখ্যা ২০০৫, পৃ. ১৮৬।

১১. তদেব, পৃ. ১১৭।

১২. জীবনানন্দ দাশ, জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ (দ্বিতীয় খণ্ড), বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, পঞ্চম মুদ্রণ: ভাদ্র ১৩৮৬, পৃ. ১১।

১৩. অম্বুজ বসু, একটি নক্ষত্র আসে, পুস্তক বিপনী, কলকাতা ৯, চতুর্থ সংস্করণ : আশ্বিন ১৪১১, পৃ. ১১৪।

১৪. জীবনানন্দ দাশ, জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ (দ্বিতীয় খণ্ড), বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, পঞ্চম মুদ্রণ: ভাদ্র ১৩৮৬, পৃ. ১০৭।

১৫. জীবনানন্দ দাশ : কবিতার কথা, সিগনেট প্রেস, কলকাতা ৬, দশম সংস্করণ, মাঘ ১৪১৩, পৃ. ৪২।